সংবাদ

তারিখ 04 FEB 2016
পৃষ্ঠা 2 কলাম 7

রায়পুর এলএম মডেল স্কুল কেন্দ্র

১৫ মিনিট পর প্রশ্নপত্র ৫ মি. আগে কেড়ে নেয় খাতা

প্রতিনিধি, রায়পুর (লক্ষ্মীপুর)

লক্ষ্মীপুরের রায়পুরে এসএসসির পরীক্ষায় এলএম মডেল উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে একটি কক্ষে প্রশ্নপত্র ১৫ মিনিট দেরিতে এবং নির্ধারিত সময়ের আগেই উত্তরপত্র কেড়ে নেয়ার ঘটনায় শিক্ষক ও অভিভাবকরা সংবাদ সম্মেলন করেছেন। ৮৯ পরীক্ষার্থীর ভালো ফলাফল অনিশ্চিত হবার আশঙ্কায় গত মঙ্গলবার সকালে রায়পুর প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেন স্কুলটির অভিভাবক ও শিক্ষকরা। এ ঘটনায় তারা শিক্ষামন্ত্রী ও ?কুমিল্লা বোর্ডের চেয়ারম্যানের হস্তক্ষেপ কামনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি করেন।

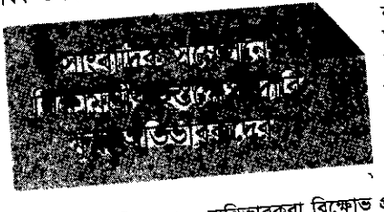

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, স্কুলটির প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ আলী পাটোয়ারী, সহকারী প্রধান শিক্ষক জিল্লুর রহমান, পরিচালনা কমিটির সদস্য ও অভিভাবক মাসুদ খান, অ্যাডভোকেট প্রেমধন মজুমদার, নজরুল ইসলাম লিটন, মো. মাহমুদ, গোবিন্দ পালসহ প্রায় ৫০ পরীক্ষার্থী। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে জানানো হয়, সোমবার দুপুরে পৌর শহরের এলএম মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ে এসএসসি পরীক্ষার প্রথম দিন বাংলা প্রথমপত্র পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র দেরিতে দেওয়া এবং উত্তরপত্র নির্ধারিত সময়ের আগে নেয়ার ৩৫ পরীক্ষার্থী কান্নায় ভেঙে পড়েন। পাঁচ শিক্ষার্থী জ্ঞান হারিয়ে অসুস্থ হয়ে যান। পরে অভিভাবকরা তাদেরকে রায়পুর ও লক্ষ্মীপুর সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করে। বর্তমানে এলমি নামের এক পরীক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে লক্ষ্মীপুর সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়ছে। কেন্দ্র পরির্দশকের ভুলের কারণে এখন অনেক পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা দেওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

প্রসঙ্গত- সোমবার সকাল ১০টায় বাংলা প্রথমপত্রের রচনামূলক পরীক্ষা শুরুর ১৫ মিনিট পর প্রশ্নপত্র দেয়া হয়। তাৎক্ষণিক কয়েকজন পরীক্ষার্থী আপত্তি জানালেও পরে সময় বাড়িয়ে দেয়া হবে বলে তাদের জানানো হয়। কিন্তু বাড়তি সময় না দিয়ে উল্টো রচনামূলকের উত্তরপত্রের ৫ মিনিট আগে খাতা কেড়ে নেওয়ায় পরীক্ষার্থীরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। তাদের মধ্যে কয়েকজন জ্ঞান হারালে অভিভাবকরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তারা এ সময় কেন্দ্রের শিক্ষকদের দুই ঘণ্টা অবরুদ্ধ করে রাখেন। এ ঘটনায় প্রাথমিকভাবে অভিযোগটি প্রমাণিত হওয়ায় কেন্দ্রের চার পরিদর্শক এলএম উচ্চ বিদ্যালয়ের চন্দন সাহা, মৈত্রী উচ্চ বিদ্যালয়ের মাহাতাব, মীরগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে ইউনুস ও কাজির দিঘীর পাড় উচ্চ বিদ্যালয়ের, শিক্ষক পারভেজকে জেলা প্রশাসকের নির্দেশে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এছাড়া দ্রুত তদন্ত কমিটি গঠন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও শিক্ষা কর্মকর্তাকে নির্দেশও দেন জেলা প্রশাসক।